উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক (ডিপিপি)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১	প্রকল্পের শিরোনাম	ঃ	**"পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার নদীসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (পর্যায়-১)"**
২.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ঃ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
২.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
২.৩	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ	ঃ	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৩.০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধমে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় নদীসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।
- ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা এবং ৩৮.৩৪২ কিঃমিঃ নদী খননের মাধ্যমে ৫০০ হেক্টর এলাকায় স্থাবর সম্পদ রক্ষা, নদীর নাব্যতা ও জলধারন ক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক বন্যার প্রকোপ হ্রাস ও পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নীতকরন;
- প্রকল্প এলাকার ৩.০ লক্ষ জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ নদী ভাঙ্গান মুক্ত করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীব বৈচিত্র রক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

৪.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ		
	(ক) শুরুর তারিখ	ঃ	(ক) আরম্ভ: জুলাই/২০২৫
	(খ) সমাপ্তির তারিখ	ঃ	(খ) সমাপ্ত: জুন/২০২৯
৫.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	(ক) মোট	ঃ	৬৯১২৫.৫৬
	(খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation)	ঃ	৬৯১২৫.৫৬
	(গ) নিজস্ব তহবিল	ঃ	-
	(ঘ) অন্যান্য	ঃ	-
৫.২	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ)	ঃ	প্রযোজ্য নয়।
৬.০	প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	
৬.১	অর্থায়নের ধরন ও উৎস	ঃ	(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

উৎস / ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মুদ্রা (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪
বিনিয়োগ				
ঋণ				
ইক্যুইটি				
অনুদান	৬৯১২৫.৫৬ (-)	-	-	৬৯১২৫.৫৬ (-)
অন্যান্য				
মোট	৬৯১২৫.৫৬ (-)	-	-	৬৯১২৫.৫৬ (-)

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ-

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪
২০২৫-২৬	১০৩৪৪.৯৩ (-)	-	-	১০৩৪৪.৯৩ (-)
২০২৬-২৭	১৭৫৫৩.৩৯ (-)	-	-	১৭৫৫৩.৩৯ (-)
২০২৭-২৮	২৩৯৮৫.৮৫ (-)	-	-	২৩৯৮৫.৮৫ (-)
২০২৮-২৯	১৭২৪১.৩৯ (-)			১৭২৪১.৩৯ (-)
মোট	৬৯১২৫.৫৬ (-)	-	-	৬৯১২৫.৫৬ (-)

৬.৩ মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভূক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan)ঃ সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য।

৭.১ প্রকল্প এলাকাঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেয়াহন/পৌরসভা
১	২	৩	৪
১	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, রাণীশৈকল, বালিয়াডাঙ্গী ও পীরগঞ্জ।
২	রংপুর	পঞ্চগড়	তেতুলিয়া, পঞ্চগড় সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ

(ম্যাপ সংযুক্ত করা হয়েছে, পরিশিষ্ট-৭)

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতাঃ

পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার নদীগুলোর গড় গভীরতা কম এবং খাড়া ঢাল। ফলে অত্যাধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় নদীগুলি বন্যা এবং তীব্র তীর ভাঙনের সম্মুখীন হয়। এছাড়াও, অত্যাধিক পলিবহনের কারনে এই নদীগুলির মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন হচ্ছে; যার দরূন নদীর গতিপথের পরিবর্তন এবং পানি ধারন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। নদীগুলোর Conveyance আশংকাজনক ভাবে কমে যাওয়ার বর্ষাকালে তীব্র স্রোতে নদীর বাঁকে বাঁকে বিশেষ করে concave Bend এ তীব্র ভাঙ্গন দেখা এবং বর্ষাকালে আগ্রাসী রুপে প্রকাশ পায়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইডব্লিউএম এর গানিতিক মডেলিং এ তা স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখিত এলাকাসমূহের প্রায় ৭৩.৩১ কি:মি: নদীতীরে অবস্থিত বাজার, মসজিদ, বিদ্যালয়, রাস্তা, বসতিবাড়ি সহ বিভিন্ন স্থাপনা নদীর তীব্র ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভাঙ্গনের আঘাত হতে ফসলি জমি, ঘরবাড়ি, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তা, ঘাট এবং গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি রক্ষা করা এবং নদীর পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শকদের সুপারিশ অনুসারে (ম্যাপ সংযুক্ত, পরিশিষ্ট-৭) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ এলাকায় (Priority-A) প্রস্তাবিত নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ও নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী-১) দ্রষ্টব্য।

১০.০। লগ ফ্রেমঃ

প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৯ খ্রিঃ

প্রকল্প শুরুর তারিখঃ ০১-০৭-২০২৫ খ্রিঃ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	**বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)**	**যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)**	**গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)**
লক্ষ্য (Goal): • নদী ভাঙ্গান হতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা; • নদী ভাঙ্গান প্রশমনে টেকসই ব্যাবস্থা; • পরিবেশগত উন্নয়ন ; • সামষ্ঠিক অর্থনৈতিক কর্যাকলাপ ত্বরান্বিতকরণ।	• নদী তীরের আশংকাজনক অংশের ভাঙ্গান হ্রাসের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; • এসডিজির লক্ষ্য ৩ ও ডেল্টা প্ল্যান এর অভিষ্ঠ ৬ অর্জনে সহায়ক। • প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ সুরক্ষা; • দ্রুত ব্যবসা কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরন।	• জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন; • জাতীয় পরিবেশগত প্রতিবেদন; • আঞ্চলিক/জাতীয় ব্যবসা প্রতিবেদন ; • ৮ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা।	
উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome) • নদীভাঙ্গান হ্রাস করা • বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধার সংস্থান করা • জনগণের সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা দেয়া • টেকসই সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন।	• প্রায় ৩৬৭৪ কোটি টাকা মূল্যমানের স্থাবর সম্পত্তির সুরক্ষা করা। • জনসাধারণ ও ব্যক্তিশ্রেণির সম্পত্তি এবং মানুষের ঝুঁকি কমানোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা • বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধার সংস্থান করা • অর্থনৈতিক ইর্ন্টানাল রেট অব রিটার্ন (EIRR) = ১৯.৮৫ %	• পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ ও ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রতিবেদন। • সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ।	• ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও স্থানীয় অভিজাতদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
আউটপুট (Output) • নদীর তীর সংরক্ষণ • নদী খনন	বাস্তব অগ্রগতি • নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ • নদী পুনঃখনন কাজ – ৩৮.৩৪ কিঃমিঃ	• বাপাউবোর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন • পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ ও ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগের অগ্রগতির প্রতিবেদন। • পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ ও ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন।	• বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং সময়মত মাঠ পর্যায়ে অর্থ ছাড়। • অনুমোদিত নকশা।
ইনপুট (Input) • নদী তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল (সিসি ব্লক, বালি ভর্তি জিওব্যাগ, ইত্যাদি)। • যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৌশলী এবং দক্ষ জনবলের পদায়ন। • প্রাক-নির্মাণ কার্যক্রম।	মোট প্রকল্প ব্যয়: ৬৯১২৫.৫৬ লক্ষ টাকা। ক) সাইজওয়ারী সিসি ব্লকের সংখ্যা- ➢ ৪০সেমিX৪০সেমিX৪০সেমি- ২৩,৩৯,৪৮৩ টি ➢ ৩৫সেমিX৩৫সেমিX৩৫সেমি- ১৮,৯৪,৩৭২ টি ➢ ৪০সেমিX৪০সেমিX২০সেমি- ২৪,৯৯,৭৭১ টি খ) ১৭৫ কেজি সাইজের জিওব্যাগ- ৭১২৮৯৮ টি গ) মাটির পরিমাণ -৭.৮৩ লক্ষ ঘন মিটার	• উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) • মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ • নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী'র মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন। • কাজের পরিমাপ বই।	• প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন। • দক্ষ জনবলের প্রাপ্যতা। • বিদ্যমান নিয়ম ও নির্দেশিকা।

দ্রষ্টব্য:লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণ (৪X৪ ম্যাট্রিক্স) একটি ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যম যার দ্বারা ইনপুট, আউটপুট, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ইনপুট প্রদান করা হলে আউটপুট পাওয়া যায়, যদি আউটপুট পাওয়া যায় তাহলে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো (সংযোজনী-২) ঃ **সংযুক্ত করা হয়েছে।**

১১.২ **বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Implementation arrangement)** ঃ

প্রকল্পটি উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর জোনের আওতায় ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও এর অধীনে পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। বাপাউবো'র বিদ্যমান জনবল সেট-আপভূক্ত ডিজাইন প্রকৌশলী ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বিধায় অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হবে না। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত জনবলের বেতন ভাতাদি বাবদ সরকারের অতিরিক্ত কোন অর্থ খরচ হবে না। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে উত্তম গুনগত মান সম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিতকরনসহ দক্ষ ও যোগ্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। বাপাউবো'র ডিজাইন প্রকৌশলী এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং পরিদপ্তরসমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের চলমান বাস্তব কাজ পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের প্রতিফলনের মাধ্যমে কাজটি সূচারুরূপে বাস্তবায়ন করা হবে।

১২.০ আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা ঃ

১২.১ ক্রয় পরিকল্পনা [সংযোজনী-৩ (ক), ৩ (খ) ও ৩ (গ)] ঃ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১২.২ বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা (সংযোজনী-৪) ঃ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ঃ হ্যাঁ।

১৩.১ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরী ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ ঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কোন অঙ্গের রুটিন পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন প্রয়োজন হলে, বাপাউবোর্ডের পওর কাজের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ব্যয়িত হবে। প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বাৎসরিক ৬৯১.২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়নে নির্বাহী প্রকৌশলী, পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও -এর বিদ্যমান জনবল অবকাঠামোর আওতায় প্রকল্পটির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হবে।

১৩.২ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক/কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	প্রযোজ্য নয়।

ডিপিপি প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(তারিখ ও সীলমোহরসহ**)**

তারিখঃ

(আশুতোষ বর্মন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, পঞ্চগড়।

(মোঃ গোলাম যাকারিয়া)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও।

তারিখঃ

(কৃষ্ণকমল চন্দ্র সরকার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন সার্কেল
বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও।

অংশ - খ
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১৪.০। প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

১৪.১। সমস্যাসহ পটভূমির বর্ণনা ঃ

বাংলাদেশ এতদঞ্চলের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ যা একটি নদীমাতৃক দেশ হিসেবেও পরিচিত। মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯,৭৩৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদ-নদী, খাল-বিল, ঝিল ও হাওড় তথা মুক্ত জলাশয়। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বেশীরভাগ অংশ পলিযুক্ত সমতল ভূমি সদৃশ হওয়ায় বৃক্ষরাজি, লতা-গুল্ম, ফসলাদিতে সবুজে আবৃত বিধায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অগণিত পর্যটকগণ মুহিত হয়েছেন। পৃথিবীর বৃহৎ নদী-প্রণালী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এই তিনটি নদী-প্রণালীর সর্বনিম্ন ভাটিতে আবস্থিত সমতল ব-দ্বীপ দেশটির মোট ভূমির শতকরা ৮০ ভাগ প্লাবন ভূমি যা বর্ষায় প্লাবিত হয়। আবার জলবায়ু বিবেচনায় বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্দ্রতা, নাতিশীতোষ্ণ এবং শীত ও গ্রীষ্মে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ যা সুস্পষ্ট ঋতুগত বৈচিত্র্য। প্রকৃতির এই বিচিত্র আচরণের দরুন বর্ষায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয় এবং দেশের অধিকাংশ ভূমিই প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি নদীর তীর ভাঙ্গন কবলিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রায় প্রতি বছরই বিপুল পরিমান সহায়-সম্পদ প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদীর গতিপথ পরিবর্তন বঙ্গীয় অববাহিকার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে নদীর অংশ বিশেষ এবং ধীরে ধীরে নদীর সম্পূর্ণ অংশেরই গতিপথই বদলে যেতে পারে।

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে মোট ৫০ টি নদী এবং অসংখ্য জলাশয় ও খাল বিদ্যমান। এ জেলার প্রধান নদী করতোয়া যা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার নিম্নাঞ্চল হতে উৎপত্তি হয়ে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি পঞ্চগড় জেলার চারটি উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার আত্রাই ও টেপা নামে দুইভাগে বিভিক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পঞ্চগড় জেলার ৫০ টি নদীর অধিকংশই করতোয়া নদীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন ভারত ও বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল হতে প্রবাহিত পানি করতোয়া নদীতে বন্যার সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক নদী ভাংগনের সৃষ্টি করে। নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জেলা প্রশাসক এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত স্থানীয় জনগন নদী ভাঙ্গন রোধ কল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড দপ্তরকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পঞ্চগড় জেলার নদীসমূহের ভাঙ্গন কবলিত ঝুকিপূর্ণ স্থান স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত কয়েক বছর যাবত অব্যাহত ভাঙ্গন এবং বন্যায় তালমা, চাওয়াই, করতোয়া, পাথরাজ ও ঘোড়ামারা নদীর বিভিন্ন স্থানগুলোতে ভাঙ্গনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন এলাকা করতোয়া নদী। করতোয়া নদীটির প্রায় ২৯.০০ কিঃমিঃ সীমান্ত বরাবর এবং ৮৩.০০ কিঃমিঃ দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত। নদীটি ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা থেকে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর ইউনিয়নের ভদ্রেশ্বর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ভদ্রেশ্বর হতে ভজনপুর বাজার পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বরাবর পঞ্চগড় জেলার মীরগড় পর্যন্ত সীমান্ত নদী, মীরগড় হতে পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, দিনাজপুর জেলার খানসামা, খানসামা উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বীরগঞ্জ উপজেলার মালিজল নামক স্থানে আত্রাই ও ঢেপা নামে বিভিক্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে দিনাজপুর সদর হয়ে নদীটি আত্রাই নদী নামে ভারতে প্রবেশ করেছে। নদীটির বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৭ (করতোয়া: ১১২ কিমিঃ + আত্রাই: ৭৫ কিঃমিঃ), গড় প্রস্থ ২০০ মিটার, গড় তলদেশ প্রায় ১৫০ মিটার হতে ১৩০ মিটার, শুষ্ক মৌসুমে গড় প্রবাহ ২.৩৬ ঘন মিটার/সেকেন্ড, বর্ষা মৌসুমে গড় প্রবাহ ৪৫৭০ ঘন মিটার/সেকেন্ড এবং পানি-সমতল যথাক্রমে পঞ্চগড় করতোয়া সেতুর নিকট সর্বোচ্চ ৭১.০০ মিটার (পিডাব্লিউডি) ও সর্বনিম্ন ৬৭.৫০ মিটার (পিডাব্লিউডি), দেবীগঞ্জ চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর নিকট সর্বোচ্চ ৫৪.৫০ মিটার (পিডাব্লিউডি) ও সর্বনিম্ন ৫১.০০ মিটার (পিডাব্লিউডি) । বর্ষা মৌসুমে নদীটির দু'তীর প্রায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। নদীর তলদেশ অধিকাংশ দৈর্ঘ্যে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদীর পানি সমতল শুষ্ক মৌসুমে অনেক নীচে চলে যায়। ফলে কৃষিকাজ, জীব-বৈচিত্র ও নৌ-চলাচলে অসুবিধা দেখা দেয়। শুষ্ক মৌসুমে পানির সমতল নীচে নেমে যাওয়ায় গভীর ও অগভীর নলকূপ দ্বারা ব্যবহৃত সেচকাজ ব্যয় বহুল হয়ে পড়ে। পানির সমতল নেমে যাওয়ার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরও নেমে যাচ্ছে। বর্তমানে নদীতে পলি জমে এর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে ও নদীর প্রশস্ততা ও প্রবাহ অতীতের চেয়ে কমে যাচ্ছে। ফলে নৌ-চলাচল, মৎস্য চলাচল ও মৎস্য চাষে অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। করতোয়া নদীর উৎপত্তি স্থল হতে দিনাজপুর জেলার মালিজল পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ্য ১১২.০০ কিঃমিঃ যার মধ্যে সীমান্ত বরাবর ২৯.০০ কিঃমিঃ। "পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করোতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় মোট ৫.০০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং করা হয় এবং "৬৪ জেলার অভ্যন্তরে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৭৮.০০ কিঃমিঃ নদী খনন করা হয়েছে।

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে তালমা ও চাওয়াই উল্লেখ্যযোগ্য যাহা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা হতে উৎপন্ন হয়ে পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া ও সদর উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করেতোয়া নদীতে পতিত হয়েছে। প্রতি বছর

ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারনে পঞ্চগড় শহরের নকটবর্তী কয়েকটি স্থানে ব্যপক ভাঙ্গন দেখা দেয়, যাহা এখনও অব্যাহত আছে। নদী ভাঙ্গানের কারনে পঞ্চগড় শহরের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা, মসজিদ, মন্দির, শশ্মান ঘাট, কৃষি জমি, বসতবাড়ীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হুমকীর সম্মুখীন। "৬৪ জেলার অভ্যন্তরে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প(১ম পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় চাওয়াই নদী খনন করা হয়েছে এবং ২য় পর্যায় প্রকল্পে তালমা নদীটি খননের জন্য প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। নদীর উল্লেখিত ভাংগন সমস্যার সমাধান এবং নদী খনন কাজকে টেকশই করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভাংগন কবলিত এলাকায় স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা দরকার।

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার গুরুত্বপূর্ন নদী পাথরাজ। নদীটি পঞ্চগড় জেলা বোদা উপজেলাধীন ময়দান দিঘী বিল হতে উৎপন্ন হয়ে বোদা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেবীগঞ্জ উপজেলার সুন্দরদিঘী ইউনিয়নে করতোয়া নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটি সারা বছর প্রবাহমান থাকে। বর্ষাকালে স্থানীয়ভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে প্রবল স্রোতে নদীর বিভিন্ন স্থানে নদী ভাংগন দেখা দেয়। নদীর তলদেশ ভরে যাওয়া এবং নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারনে বিগত কয়েক বছরের নদী ভাংগনের ফলে বেশ কিছু বাড়ীঘর, স্থাপনা, মূল্যবান জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং কয়েকটি স্কুল, বাজার, রাস্তা, মসজিদসহ গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকায় রয়েছে। "৬৪ জেলার অভ্যন্তরে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প(১ম পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় নদী খনন করা হয়েছে। নদীর উল্লেখিত ভাংগন সমস্যার সমাধান এবং নদী খনন কাজটি টেকশই করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভাংগন কবলিত এলাকায় স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা দরকার।

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ন নদী ঘোড়ামারা। নদীটি ভারতের জলপাইগুড়ি জেলায় উৎপন্ন হয়ে দেবীগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বোদা উপজেলাধীন আউলিয়াঘাট নামক স্থানে করতোয়া নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটি সারা বছর প্রবাহমান থাকে। নদীটির গড় প্রস্ত প্রায় ২০০.০০ মিটার এবং বাংলাদেশে দৈর্ঘ্য প্রায় ২০.০০ কিঃমিঃ । বর্ষাকালে স্থানীয়ভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে প্রবল স্রোতে নদীর বিভিন্ন স্থানে নদী ভাংগন দেখা দেয়। নদীর তলদেশ ভরে যাওয়া এবং নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে বিগত কয়েকবছরের নদী ভাংগনের ফলে বেশ কিছু বাড়ীঘর, স্থাপনা, মূল্যবান জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং কয়েকটি স্কুল, বাজার, রাস্তা, মসজিদসহ গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকায় রয়েছে। "৬৪ জেলার অভ্যন্তরে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় নদী খননের জন্য প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। নদীর উল্লেখিত ভাংগন সমস্যার সমাধান এবং নদী খনন কাজটি টেকশই করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভাংগন কবলিত এলাকায় স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা দরকার।

ঠাকুরগাঁও জেলার মধ্য দিয়ে মোট ১৩টি নদী প্রবাহিত, নদীগুলো হলো: টাঙ্গন, কুলিক, পাথরাজ, ছোটো ঢেপা, শুক, তিরনোই, সেমুয়া, ছোট সেনুয়া, ভুল্লি, আমাম ধামন, নোনা, লাচ্ছি এবং নাগর নদী। এই নদীগুলির মধ্যে, টাঙ্গন, কুলিক এবং নাগর আন্তঃসীমান্ত নদী। ঠাকুরগাঁও জেলার নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে কম গড় গভীরতা এবং খাড়া ঢাল। টাঙ্গন, শুক, লাচ্ছি, নোনা, কুলিক, পথরাজ ও ভুল্লি নদীতে বর্ষাকালে অতিরিক্ত স্রোতের কারনে নদী ভাঙ্গণ দেখা দেয়। অতিরিক্ত পলির কারনে পানি সংরক্ষণের ক্ষমতা এই নদীগুলির হ্রাস পাচ্ছে এবং এইভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে শুষ্ক মৌসুমে।

এলাকাবাসী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের জনগণের অব্যাহত দাবীর মুখে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার নদীসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে IWM এবং CEGIS কর্তৃক একটি সমীক্ষা সম্পাদন হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে ১ম পর্যায়ে পঞ্চগড় জেলায় করতোয়া নদীতে ২০.৫৯০ কিঃমিঃ, চাওয়াই নদীতে ৩.৮৭০ কিঃমিঃ, তালমা নদীতে ১.৩১০ কিঃমিঃ, ঘোড়ামারা নদীতে ৩.৮৪০ কিঃমিঃ ও পাথরাজ নদীতে ৩.০১০ কিঃমিঃ এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় পাথরাজ নদীতে ০.৬০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গন নদীতে ২.৪৪৫ কিঃমিঃ, কুলিক নদীতে ০.৪৩০ কিঃমিঃ, তীরনই নদীতে ১.৮৫০ কিঃমিঃ, ভুল্লী নদীতে ০.২৭০ কিঃমিঃ ও সুখ নদীতে ০.৩০০ কিঃমিঃ সহ সর্বমোট ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও, পঞ্চগড় জেলার রাঙ্গাপানি নদীর ৪.১০০ কিঃমিঃ, কুরুন নদীর ৯.২৪০ কিঃমিঃ, ডারা নদীর ১.৬০৯ কিঃমিঃ, কালিদহ নদীর ১.৭৫৫ কিঃমিঃ, রণচন্ডী নদীর ২.৮২০ কিঃমিঃ ও পাথরাজ নদীর ০.৮০০ কিঃমিঃ এবং ঠাকুরগাঁও জেলার কুলিক নদীর ১৪.৫১৫ কিঃমিঃ ও সেনুয়া নদীর ৬.৭৮৫ কিঃমিঃ সহ সর্বমোট ৪১.৬৩০ কিঃমিঃ নদী পুনঃখননের সুপারিশ করা হয়েছে । এর মধ্যে ডারা নদীর ১.৬০৯ কিঃমিঃ খনন কাজ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পরিচালন বাজটের আওতায় পুনঃখনন করা হয়েছে। উপরোক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুপারিশপ্রাপ্ত কাজসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করে (ম্যাপ সংযুক্ত, পরিশিষ্ট-৭) ডিপিপিখানা প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৪.২। অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা ঃ-

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ, ঘরবাড়ী, হাট-বাজার, তীরবর্তী কৃষি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী-স্থাপনা, পাকারাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, শ্মসানঘাট, গোরস্থান, মন্দির, মাদ্রাসা, মসজিদ, বাজার ও শশ্মানঘাট, ডেইরী ফার্ম, মৎস্য খামার, টি স্টেট, বনায়ন ও সাধারণ জনগণের জানমাল রক্ষা পাবে। ''পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করোতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষন কাজ", পঞ্চগড় শহর রক্ষা প্রকল্প, তুলারডাঙ্গা এফসিডিআই প্রকল্প, বিভিন্ন স্থানে এলএলপি প্রকল্পসমূহের আওতায় নদীতীর সংরক্ষন কাজ, সীমান্ত নদীতীর সংরক্ষন এবং নদী পুনঃখনন কাজের ইতোমধ্যে সুফল পাওয়ায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় পঞ্চগড় জেলায় করতোয়া নদীতে ২০.৫৯০ কিঃমিঃ, চাওয়াই নদীতে ৩.৮৭০ কিঃমিঃ, তালমা নদীতে ১.৩১০ কিঃমিঃ, ঘোড়ামারা নদীতে

৩.৮৪০ কিঃমিঃ ও পাথরাজ নদীতে ৩.০১০ কিঃমিঃ এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় পাথরাজ নদীতে ০.৬০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গন নদীতে ২.৪৪৫ কিঃমিঃ, কুলিক নদীতে ০.৪৩০ কিঃমিঃ, তীরনই নদীতে ১.৮৫০ কিঃমিঃ, ভুল্লী নদীতে ০.২৭০ কিঃমিঃ ও সুখ নদীতে ০.৩০০ কিঃমিঃ সহ সর্বমোট ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (ম্যাপ সংযুক্ত) করা প্রয়োজন।

১৪.৩। দারিদ্র পরিস্থিতি ঃ

দারিদ্র এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন কেউ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবন ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করতে অক্ষম হয়। দারিদ্রের দৃশ্যমান প্রতীক হচ্ছে অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, জীর্নশীর্ন বাসস্থান, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্ব অথবা আধা-বেকারত্ব এবং নিপাতিত রুগ্ন-দুর্বল মানুষ। বাংলাদেশের চলমান দারিদ্র অবস্থার জন্য সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আগ্রাসন, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, মাথাপিছু সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, সম্পদের সুষম বন্টন না হওয়া, অশিক্ষা, মাথাপিছু নগন্য পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি ও বনভূমি, রুগ্ন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পয়ঃনিস্কাশন সমস্যা, পরিবেশ অবক্ষয়, বন ধ্বংস, কৃষির উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নারী নির্যাতন ও নারীদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিতকরণ এবং দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা দায়ী।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া, সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, রানীশৈকল ও পীরগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। এলাকার অধিকাংশ মানুষ গরীব ও কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিই তাদের মূল জীবিকা। প্রকল্প এলাকার জনগণের আয়ের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, অকৃষি শ্রমিক শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ। অর্থাৎ প্রকল্প এলাকার অর্থনীতির প্রধান উৎস্য কৃষি। তাই কৃষির উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ অধঃপতিত আর্থসামাজিক অবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

১৫.০। প্রকল্পের বিবরণ ঃ

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধমে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় নদীসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।
- ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা এবং ৩৮.৩৪২ কিঃমিঃ নদী খননের মাধ্যমে ৫০০ হেক্টর এলাকায় স্থাবর সম্পদ রক্ষা, নদীর নাব্যতা ও জলধারন ক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক বন্যার প্রকোপ হ্রাস ও পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নীতকরন;
- প্রকল্প এলাকার ৩০.০০ লক্ষ জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ নদী ভাঙ্গান মুক্ত করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীব বৈচিত্র রক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

১৫.২ প্রকল্পের ফলাফল ঃ

নিম্নে প্রকল্পটির ফলাফল বুলেট আকারে প্রদান করা হলো ঃ

- ভাঙণপ্রবণ স্থানসমূহে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী গুরুত্ব স্থাপনা রক্ষা করা।
- নদীপুনঃখননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দুরীকরণ ও প্রাকৃতিক জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া, সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, রানীশৈকল ও পীরগঞ্জ উপজেলার প্রায় ৫০০ হেঃ ভূমি রক্ষা পাবে এবং চাষাবাদের মাধ্যমে উক্ত এলাকার স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
- এলাকার নিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে;
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে

১৫.৩। প্রকল্পের আউটপুট ঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ:- ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ এবং নদী পুনঃখনন কাজ ৩৮.৩৪২ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নদী ভাঙ্গান থেকে গোরস্থান, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী

প্রায় ৩০০ টি স্থাপনা, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ, মাদ্রাসা, মসজিদ, বাজার ও বারোয়ারী শ্মশানকালী মন্দির, ডেইরী ফার্ম, মৎস্য খামার, টি স্টেট, বনায়ন ও সাধারণ জনগণের জানমাল রক্ষা পাবে এবং পরিবেশ ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হলে এলাকার জনগনের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। অধিকন্তু এলাকার নিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে, অন্যদিকে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এতে পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

১৫.৪। প্রকল্পের কার্যাবলী ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নকশা প্রকৌশলী ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর দ্বারা প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলীসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে। গুনগত মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, দক্ষ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বাপাউবো'র মনিটরিং দলের যথাযথ পরিদর্শন ও নজরদারির মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজসমূহ অনুমোদিত নকশা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে। আবার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের চলমান বাস্তব কাজ পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদনের মতামতসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতঃ প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলী সূচারুরূপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ৪টি অর্থবছরে (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭, ২০২৭-২৮ এবং ২০২৮-২৯) বাস্তবায়ন করা হবে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, প্যাকেজ বিভাজনের মাধ্যমে প্রকল্পের দরপত্র আহবান ও কাজ বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান থাকা জরুরী।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলোঃ

প্রকল্পের শুরু	প্রকল্পের সমাপ্তি	প্যাকেজ সংখ্যা	নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া
(১)	(২)	(৩)	(৪)
জুলাই, ২০২৫	জুন, ২০২৯	৮২ টি (কার্য ৭৩ টি, পন্য ৯টি)	পিপিআর ২০০৮ (সংশোধিত) অনুসারে e-GP তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া অনুসরণ।

নিম্নোক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কার্যাবলীসমূহ বুলেট আকারে প্রদান করা হলোঃ

- প্রকল্পের বাস্তব কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নকশার জন্য জরীপ কাজ সম্পন্ন করা।
- নকশা উপাত্ত প্রস্তুতকরণ ও নকশা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকরন ও অনুমোদন।
- অনুমোদিত নকশা মোতাবেক প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ।
- কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও চুড়ান্তকরণ।
- দরপত্র আহবান, মূল্যায়ণ ও চুড়ান্তকরণ।
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।
- পূর্তকাজ বাস্তবায়ন প্রস্তুতি ও কাজ আরম্ভ করা।
- বাপাউবো'র কেন্দ্রীয় মনিটরিং দল সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তদারকি।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের চলমান বাস্তব কাজ পরিদর্শন।

১৫.৫। উপকারভোগীদের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত এবং নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রযোজ্য নয়।

১৬। জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানঃ

১৬.১। প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী (Population Coverage)

প্রকল্প এলাকায় মোট ২৯,৮৯,৫৭১ জন লোক (সোর্সঃ জনসংখ্যা এবং আবাসন শুমারি ২০১১) এবং ৬,৯১,৪৯৫ টি পরিবার রয়েছে। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫,০৭,৪৮৬ (৫০.৪২%) পুরুষ এবং ১৪,৮২,০৮৬ (৪৯.৫৮%) হল মহিলা, যার অর্থ হল পুরুষ জনসংখ্যা মহিলা জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এই এলাকায় নারী ও পুরুষের গড় লিঙ্গ অনুপাত ১০২ ১০২:১০০, যা জাতীয় চিত্র ১০০.৩:১০০ (বিবিএস ২০১১), যার অর্থ হল ১০০ জন মহিলার বিপরীতে ১০২ জন পুরুষ। জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৮৪ জন, যা দেশের জাতীয় ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন এর তুলনায় অনেক কম। গড় পরিবারের আকার ৪.৩, যা সামান্য জাতীয় গড় ৪.৪ (বিবিএস ২০১১) থেকে কম। নির্ভরতা অনুপাত ৭১% অর্থাৎ ৪১.৫% মানুষ(১৪ বছরের কম বয়সী জনসংখ্যা এবং ৫৯ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যা) ৫৮.৫% এর উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা (১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী জনসংখ্যা)। প্রকল্প এলাকায় সাক্ষরতার হার ৫০.৫০% (বিবিএস ২০১১) যা জাতীয় গড় সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬% (বিবিএস ২০১১) থেকে অনেক কম। স্বাক্ষরতার হার পুরুষদের জন্য ৫৪.৩% এবং মহিলাদের জন্য ৪৬.৬%। জনসংখ্যা এবং আবাসন শুমারি ২০১১ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার ৭৪.৪০% মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত, ৪.১০% শিল্প এবং ২১.৫০% চাকুরী কাজে নিয়োজিত।

১৬.২। উপকারভোগীদের জনসংখ্যা ভিত্তিক উপাত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া, সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলার এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, রানীশৈকল ও পীরগঞ্জ উপজেলার প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকাসমূহ অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মন্দির, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট ভাঙ্গন কবলিত এলাকাসমূহের জনগণ নদী ভাঙ্গনমুক্ত হওয়ার সুফল ভোগ করবে।

১৭.০। প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে এর পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে (না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)

IWM ও CEGIS কর্তৃক Feasibility Study for Sustainable River Management in Panchagarh and Thakurgaon Districts শীর্ষক শিরোনামে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে পঞ্চগড় জেলার করতোয়া নদীতে ২০.৫৯০ কিঃমিঃ, চাওয়াই নদীতে ৩.৮৭০ কিঃমিঃ, তালমা নদীতে ১.৩১০ কিঃমিঃ, ঘোড়ামারা নদীতে ৩.৮৪০ কিঃমিঃ ও পাথরাজ নদীতে ৩.০১০ কিঃমিঃ এবং ঠাকুরগাঁও জেলার পাথরাজ নদীতে ০.৬০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গান নদীতে ২.৫৮০ কিঃমিঃ, কুলিক নদীতে ০.৪৩০ কিঃমিঃ, তীরনই নদীতে ১.৭১০ কিঃমিঃ, ভুল্লী নদীতে ০.২৬৫ কিঃমিঃ ও সুখ নদীতে ০.৩০০ কিঃমিঃ সহ মোট ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ ১ম পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও, পঞ্চগড় জেলার অন্তর্ভূক্ত রাঙ্গাপানি নদীর ৪.৪৫০ কিঃমিঃ, কুরুন নদীর ৭.২২ কিঃমিঃ, কালিদহ নদীর ১.৭৫৫ কিঃমিঃ, রণচন্ডী নদীর ২.৮২০ কিঃমিঃ ও পাথরাজ নদীর ০.৮০০ কিঃমিঃ এবং ঠাকুরগাঁও জেলার কুলিক নদীর ১৪.৫১৫ কিঃমিঃ ও সেনুয়া নদীর ৬.৭৮৫ কিঃমিঃ সহ সর্বমোট ৩৮.৩৪ কিঃমিঃ নদী পুনঃখননের সুপারিশ করা হয় (পরবর্তী পৃষ্ঠায় ম্যাপ সংযুক্ত)। উক্ত সুপারিশের আলোকে মোট ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ৩৮.৩৪ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন কাজ অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমীক্ষা প্রতিবেদনে ২য় পর্যায়ে ১২.২৬০ কিঃমিঃ এবং ৩য় পর্যায়ে ২৩.৭৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয় যা অত্র ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

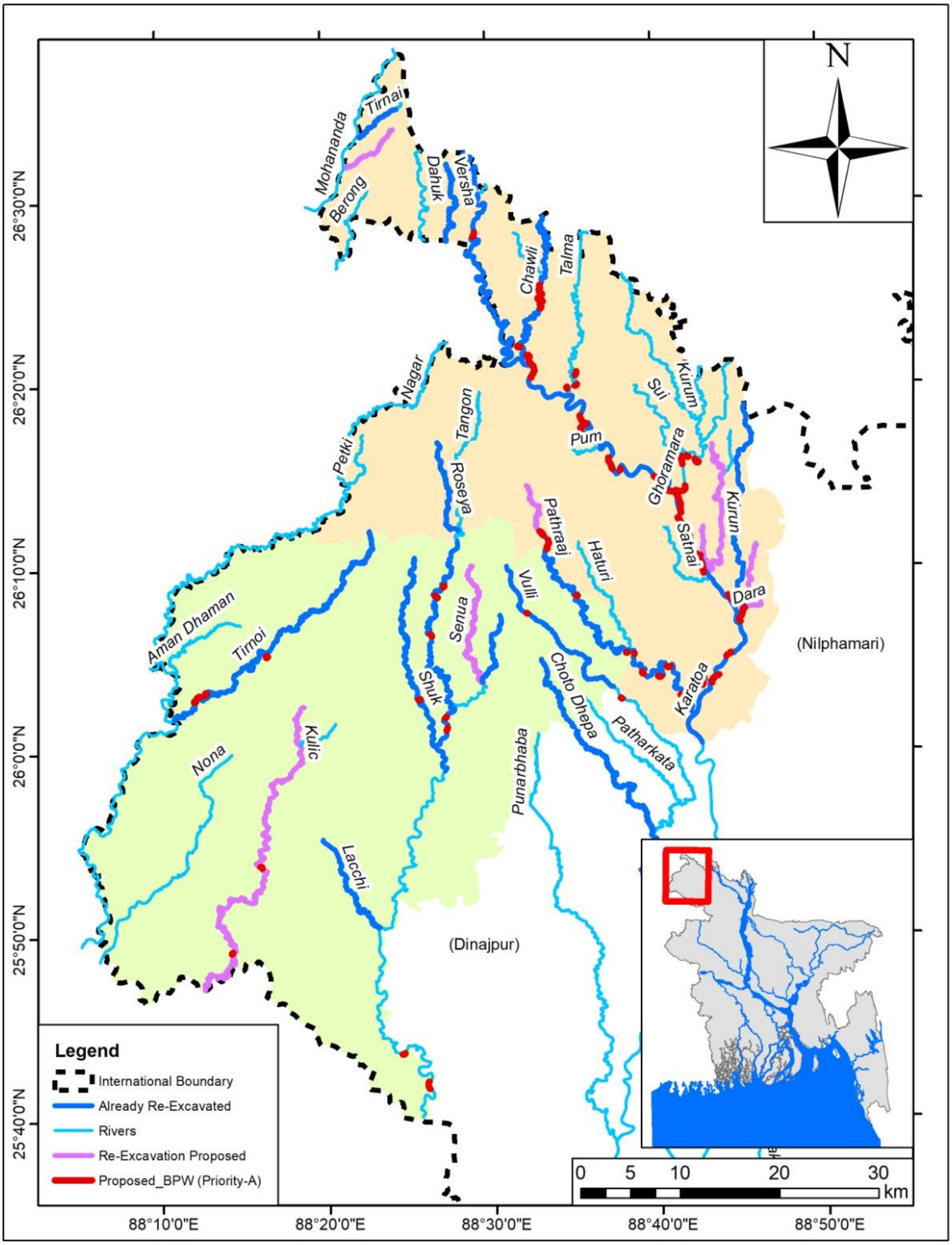

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত কাজ সমুহের অবস্থান সুচক ম্যাপ

১৮.০। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণঃ (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)

প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করার লক্ষ্যে Flood Plan Co-ordination organization (FPCO) কর্তৃক Modified Guidlines for Project Assessment (GP-A), May, 1992 এর নির্ধারিত Conversion factor, Discounting Rate Weighted Conversion Factor, Shadow Conversion Factor অনুসরণ পূর্বক Assumptions সমূহ বিবেচনা রেখে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ফলাফল নিম্নরূপঃ

১৮.১ Net Present Value (NPV)

(ক) আর্থিক ঃ -

(খ) অর্থনৈতিক ঃ ২৯২৫৪.০৮ লক্ষ টাকা

১৮.২ Benefit Cost Ratio (BCR)

(ক) আর্থিক ঃ

(খ) অর্থনৈতিক ঃ ১.৬৯ : ১.০০

১৮.৩ Internal Rate of Return (IRR)

(ক) আর্থিক ঃ

(খ) অর্থনৈতিক ঃ ১৯.৮৫%

* প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একটি নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামোসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদসমূহ রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতি নদী ভাঙ্গনজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু সরাসরি Financial Benefit (Cash/Kind) পাওয়া যাবে না, বিধায় প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ করা হলো না। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষন করা হলো।

১৯.০। সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতাঃ

১৯.১। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে যে সকল বিষয় অবদান রেখেছে তার বিবরণঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন সমজাতীয় প্রকল্পসমূহ সম্পুর্নরূপে বাস্তবায়নের পর ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভাল গুনগত মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, দক্ষ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং কাছাকাছি থেকে যথাযথ পরিদর্শন ও নজরদারিই পারে প্রকল্প হতে সর্বোচ্চ সুফল আদায় করে নিতে।

১৯.২। যে সকল বিষয় ভাল ফলাফল দেয়নি তার বিবরণঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে চাহিদা অনুযায়ী অপ্রতুল বরাদ্দ, অনাকাঙ্খিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্পের ডিজাইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন তথা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে নতুন অঙ্গ-কাঠামোর অন্তর্ভুক্তি প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার সদ্দিচ্ছা থাকা সত্তেও অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করত বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। তাছাড়া প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর উক্ত প্রকল্পটির সুবিধা আরো সচল ও কার্যকর রাখার জন্য বাপাউবোর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়না।

২০.০। আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় নিরূপনে পূর্ত কাজের প্রধান অঙ্গসমূহের প্রাক্কলন বাপাউবো'র অনুমোদিত ডিজাইন এবং অনুমোদিত দর তফসীল হতে বিবেচ্য দফাসমূহের দর নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র ডিজাইন এবং বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রস্তাবিত ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ৩৮.৩৪২ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্র নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর	দরের ভিত্তি	উৎস	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	মিটার	১.৭৪৮ লক্ষ টাকা/মিটার	BWDB STANDARD SCHEDULE OF RATES 2022 [With revised rate of 4 (Four) basic materials]	BWDB STANDARD SCHEDULE OF RATES 2022 [With revised rate of 4 (Four) basic materials]	এপ্রিল/২০২৫
২।	নদী পুনঃখনন কাজ	কিঃমিঃ	৪৭.৫২ লক্ষ টাকা/কিঃমিঃ			

২১.০। সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এর সাথে তুলনামূলক বিবরণঃ

ক্র নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর						মন্তব্য
			সমজাতীয় চলমান প্রকল্প (*)	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প (**)	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প (***)	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প (****)	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প (*****)	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প (**)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	মিটার	০.৮৯৯ লক্ষ টাকা/মিটার	০.৯০২৫ লক্ষ টাকা/মিটার	১.৫২৯ লক্ষ টাকা/মিটার	৩.৪১ লক্ষ টাকা/মিটার	৩.৫৬৪ লক্ষ টাকা/মিটার		
২।	নদী পুনঃখনন কাজ	কিঃমিঃ	৬০.৩৬ লক্ষ টাকা/কিঃমিঃ	৪২.৩২ লক্ষ টাকা/কিঃমিঃ	১২৭.০২ লক্ষ টাকা/কিঃমিঃ		৩৬৪.৮৩ লক্ষ টাকা/কিঃমিঃ		

<u>নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজঃ</u>

*সমজাতীয় চলমান প্রকল্পঃ "ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদীতীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"।

**সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ "সীমান্ত নদীতীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (পঞ্চগড় অংশ)"।

***সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ "দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন শীর্ষক প্রকল্প"

****সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ "জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন বেলগাছা ইউনিয়নের কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)"

*****সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।

<u>নদী পুনঃখনন কাজঃ</u>

*সমজাতীয় চলমান প্রকল্পঃ "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প"

**সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ "ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদীতীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"

***সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ "দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন শীর্ষক প্রকল্প"

*****সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পঃ যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।

২২.০। <u>প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ ঃ</u>

সংযোজনী-৫(ক) ও ৫(খ) তে সংযোজন করা হয়েছে।

২৩.০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনাঃ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ

- **নকশা ও ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়াল**

ছক-২৩.১ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের নকশা সংক্রান্ত তথ্য।

ডিজাইন ভলিউম	**ম্যাটেরিয়ালের** বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন	ডিজাইন Criteria
ডাম্পিং ভলিউমঃ সিসি ব্লকঃ ১.৫০ ঘ.মি/মিটার হতে ১০.৩০ ঘ.মি/মিটার ডাম্পিং ব্লক সাইজঃ ৪০ X ৪০ X ৪০ সেমি৩ ৩৫ X ৩৫ X ৩৫ সেমি৩ প্লেসিং ব্লক সাইজঃ ৪০ X ৪০ X ২০ সেমি৩ জিও ব্যাগঃ ১.০০ ঘ.মি./মিটার হতে ৬ ঘ.মি./মিটার ডাম্পিং জিও-ব্যাগ সাইজঃ ১৭৫ কেজি	For CC Block:- Stone Chips: 40 mm down graded. Sand: FM > = 1.5 Concrete Mix Ratio: 1: 2.5 : 5 Curing Days: 21 Block Strength = 12 MPa For Dumping Geo-Bag:- Thickness: 3.00 mm. Mass Per Unit Area: 400 gm/m^2 Unit weight : 855 Kg/m3 to 946 Kg/m3 Effective Opening Size: <=0.075 mm, Material of Geo-Bag: 97% Polypropylene Fabric with 3% additives, Test of service life according to ISO 13438:2018, Test of exposure time according to EN 12224 :2000, Sand = min 80% sand must be retained on sieve no 100, Size= inner:950mmX 750mm, outer: 1000mmX800mm, Fill vol= 0.0840cum, Weight=175kg. Sand quality = Dry	

প্রকল্পের ভৌত কাজের নকশা (**নকশা সংযুক্তঃ পরিশিষ্ট-২**) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান আইডব্লিউএম কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নকশা সার্কেল-৬, বাপাউবো, ঢাকা কর্তৃক ভেটিং করা হয়েছে। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সাইজের সিসি ব্লক ও বালি ভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং করে লাঞ্চিং এপ্রোন এবং খোয়া ফিল্টার, জিওটেক্সটাইল ফিল্টার, বালি এবং সিসি ব্লক স্থাপন করে নদী তীরের ঢাল প্রস্তুত করা হবে। সকল প্রকার কাজের ক্ষেত্রে বাপাউবো এর নকশা দপ্তর হতে অনুমোদিত নকশা অনুসরন করা হবে।

(ছক-২৩.২) নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ম্যাটেরিয়াল সংক্রান্ত তথ্য।

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়াল এর বিবরণ	আকার বা ওজন	পরিমাণ	ব্যবহারের ধরন বা স্থান	মন্তব্য
১	সিসি ব্লক	৪০ X ৪০ X ২০ cm^3	২৪,৯৯,৭৭১টি	প্লেসিং	
২	সিসি ব্লক	৩৫ X ৩৫ X ৩৫ cm^3	১৮,৯৪,৩৭২ টি	ডাম্পিং	
৩	সিসি ব্লক	৪০ X ৪০ X ৪০ cm^3	২৩,৩৯,৪৮৩ টি	ডাম্পিং	
৪	জিওব্যাগ	১৭৫ কেজি	৭,১২,৮৯৮ টি	প্লেসিং	
৫	ফিল্টার (খোয়া, জিওটেক্সটাইল ইত্যাদি)	জিওটেক্সটাইল (৩মিমি পুরু)	৪,৮৮,৪৭৭.৭৩ বর্গমিটার	নদী তীরের ঢালে প্লেসিং কাজের ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়	
		বালি (১.০০ থেকে ১.৫০ FM)	৩৮,৩৭৩.৪৮ ঘনমিটার		
		খোয়া (৪০মিমি থেকে ৫মিমি)	৩৮,৫৩৫.১৬ ঘনমিটার		

নদী পুনঃখনন থেকে প্রাপ্ত মাটি/বালির পরিমান ৭,৮২,৫৩৮.২৭ ঘন মিটার

প্রাক্কলিত ব্যয়

নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত নকশা এবং বাপাউবো'র বর্তমান দর তফসিল (আগস্ট-২০২৩) মোতাবেক নিরুপন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত, **পরিশিষ্ট-৩**)।

২৪.০। বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): (সংযোজনী-৬) সংযোজন করা হয়েছে।

২৫.০। প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব বর্ণনা এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফলঃ

২৫.১। অন্য কোন প্রকল্প কিংবা বিদ্যমান কোন স্থাপনা/ব্যবস্থা

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ/বাস্তবায়ন করা হলে, বাপাউবো কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প কিংবা বিদ্যমান কোন অবকাঠামোর উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না এবং নদী তীরবর্তী বাড়ী-ঘর, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বাজার, উপাসনালয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পাবে।

২৫.২। টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি)

প্রস্তাবিত প্রকল্পের দ্বারা পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। কোন ক্ষতিকর ধোঁয়া বা রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, Biodiversity এর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নদী তীর শক্তিশালী করা হবে মাত্র নতুনভাবে পানি বা বায়ু প্রবাহের উপর অবরোধ সৃষ্টি করা হবে না।

২৫.৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনঃ

District	Panchagarh	Area	1399.91

Indicator	Hazard Level	Exposure Level	Vulnerability Level	Risk Level
Cyclone	Very Low (1)	Low (2)	Medium (3)	Very Low (1)
Drought: Kharif	Medium (3)	High (4)	Low (2)	High (4)
Drought: Pre Kharif	Low (2)	Low (2)	Low (2)	Very Low (1)
Earthquake	Medium (3)	Low (2)	Low (2)	Low (2)
Erosion	Very Low (1)	Medium (3)	Medium (3)	Very Low (1)
Flash Flood	Low (2)	Medium (3)	Medium (3)	Low (2)
Flood	Low (2)	Medium (3)	Low (2)	Low (2)
Landslide	Very Low (1)	Low (2)	Very Low (1)	Very Low (1)
Salinity	Very Low (1)	Low (2)	Low (2)	Very Low (1)
Sea Level Rise	Very Low (1)	Low (2)	Medium (3)	Very Low (1)
Storm Surge	Very Low (1)	Low (2)	Medium (3)	Very Low (1)

District	Thakurgaon	Area	1813.89

Indicator	Hazard Level	Exposure Level	Vulnerability Level	Risk Level
Cyclone	Very Low (1)	Medium (3)	Very Low (1)	Very Low (1)
Drought: Kharif	High (4)	Very High (5)	Very Low (1)	Very High (5)
Drought: Pre Kharif	Low (2)	Low (2)	Very Low (1)	Very Low (1)
Earthquake	Medium (3)	Low (2)	Low (2)	Low (2)
Erosion	Very Low (1)	Medium (3)	Very Low (1)	Very Low (1)
Flash Flood	Low (2)	Medium (3)	Low (2)	Low (2)
Flood	Medium (3)	High (4)	Very Low (1)	Medium (3)
Landslide	Very Low (1)	Low (2)	Very Low (1)	Very Low (1)
Salinity	Very Low (1)	Medium (3)	Very Low (1)	Very Low (1)
Sea Level Rise	Very Low (1)	Medium (3)	Very Low (1)	Very Low (1)
Storm Surge	Very Low (1)	Medium (3)	Very Low (1)	Very Low (1)

Source: Disaster and Climate Risk Information Platform (DRIP)

প্রকল্পের অবস্থান অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় **Flood, Drought, Cyclone, Erosion** দুর্যোগের ঝুকি রয়েছে। দুর্যোগের ঝুকি প্রশমনের বিষয়ে পরামশক প্রতিষ্ঠান সুপারিশমালা প্রদান করেছেন।

২৫.৩ (ক) " সবুজ ও জলবায়ু সহিঞ্চু উন্নয়ন (GCRD)

Guideline for Green and Climate Resillience (GCR) মোট ১৫টি সেক্টর রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তথা নদী/খাল পুনঃখনন এর মাধ্যমে ও নদীতীরভাঙ্গন রোধের মাধ্যমে সবুজায়ন এলাকা রক্ষা করার ফলে Guideline for Green and Climate Resillience (GCR) এর সেক্টর ৫ এবং সেক্টর ৯ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। নদী/খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পানির প্রাপ্যতা সহজতর হবে এবং পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সেই সাথে প্রকল্প এলাকায় সবুজায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

২৫.৪। জেন্ডার, মহিলা, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদিঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী তীরবর্তী বাড়ী-ঘর, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বাজার, উপাসনালয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পাবে। ফলে প্রকল্প এলাকায় নারী শিশু ও অক্ষম/ বঞ্চিত গোষ্ঠী তথা হত দরিদ্র জনগণের মনে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হবে এবং তারা প্রকল্প এলাকায় সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে পরিবারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া পরিবেশগত নিরাপত্তার কারণে শিশুদের লেখা পড়ার সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।

২৫.৫। কর্মসংস্থানঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী হবে এবং ব্যবসায় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হবে। কৃষি পণ্যের আমদানি-রপ্তানির ফলে এসব ক্ষেত্রে অধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন রক্ষণাবেক্ষন করার জন্য শ্রমিক মজুরি প্রদানসহ কাজ বাস্তবায়নে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২৫.৬। দারিদ্র পরিস্থিতিঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পটি বাস্তবায়তি হলে নদী ভাঙ্গান থাকলে রাস্তা ঘাট, সরকারী বসেরকারী বভিন্নি স্থাপনা নদী ভাঙ্গান হতে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি কৃষি জমি নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানো, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে। সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব, হত দরিদ্র, দিনমজুর মানুষজনের মনে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আশার আলোর সঞ্চার হবে। ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

২৫.৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Arrangement/Setup):

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ ও ঠাকুরগাও পানি উন্নয়ন বিভাগের এর বিদ্যমান জনবল অবকাঠামো দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। জনবল কাঠামো সংযোজনী-২ এ দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় কোন পদ/জনবল প্রেষণে/আউটসোর্সিং এ নিয়োগ করা হবে না বা বেতন সংক্রান্ত আর্থিক কোন সংশ্লিষ্টতা নাই। অর্থাৎ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, প্রক্রয়িাকরন, অনুমোদন ও সংশোধন জুন/২০২২ এর ১.১.১৪ মোতাবকে অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারন কমটিরি সুপারশি গ্রহনরে প্রয়োজন নাই।

২৫.৮। প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতাঃ

বর্তমানে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও সমূহের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নদী ভাঙ্গন প্রবণতার ব্যাপকতার দরুন প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোন প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে প্রকল্প এলাকায় স্বাধীনতাত্তোর যে পরিমাণ উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেরকম উন্নয়ন চোখে পড়েনি। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নদী ভাঙ্গান থেকে রাস্তা ঘাট, সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন স্থাপনা এবং ফসলি জমি প্রভৃতি নদী ভাঙ্গান হতে রক্ষা পাবে এবং জনমনে সামাজিক নিরাপত্তবোধ সৃষ্টির কারণে নতুন করে দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হবে। সরকার ও বিভিন্ন এনজিও সমূহ বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। নিত্য নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে নতুন নতুন অফিস আদালত সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, আধুনিক মার্কেট, অফিস ভবন, কৃষি শিল্প নগরী ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ হবে এবং বিদ্যমান অবকাঠামো সমূহ নদী ভাঙ্গনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাবে। ফলে গ্রামীণ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের উন্নতির পাশাপাশি প্রকল্প এলাকাটি আধুনিকতার ছোঁয়া পাবে ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমাগত পলি জমার কারনে ছোট ছোট নদীসমূহের নাব্যতা কমে যাছে যাচ্ছে এবং জল ধারন ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি সংকট দেখা দিচ্ছে অপরদিকে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। এছাড়াও নদী সমূহে পানি না থাকায় কৃষকরা কৃষি কাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভূগর্ভস্থ পানি অতি মাত্রায় উত্তলোনের কারনে ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পের আওতায় ৩৭.৬৪২ কিঃমিঃ নদী খন কাজ বাস্তবায়নের ফলে জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার পাশপাশি কৃষী উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমবে এবং নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে।

২৫.৯। আঞ্চলিক বৈষম্যঃ

বর্তমান সরকার দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নয়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ভৌগলিক অবস্থান, বিরূপ আবহাওয়া ও নিরক্ষরতা সরকারের এই উদ্যোগের জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাটি একটি জনবহুল গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্বেও বিরূপ আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত স্থানসমূহরে আওতাধীন স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে এবং সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, খাদ্যশস্য উৎপাদনে আত্বনির্ভরশীলতা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচন হবে। প্রকল্প এলাকাটি ধীরে ধীরে নগরায়নের দিকে ধাবিত হবে এবং নতুন নতুন রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, হাট বাজার, আধুনিক মার্কেট, অফিস ভবন, কৃষি শিল্প নগরী ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হবে এবং এলাকার উন্নতি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য দুরীভূত হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকাটি আধুনিকতার ছোয়া পাবে ও জীবনের গতি বৃদ্ধি পাবে।

২৫.১০। জনসংখ্যাঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের দরিদ্রতম অংশের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করবে। দক্ষ-আধা দক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। তাদের কর্মসংস্থানমূলক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে। আবার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ তৈরী হবে। এছাড়াও নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অসহায়-দুঃস্থ জনগণেরও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যার ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

২৬.০। পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রঃ

২৬.১। পরিবেশের উপর প্রভাবভেদে প্রকল্পের শ্রেণী <u>(Red/Orange/Green):</u>

পরিবেশের উপর প্রভাবভেদে প্রকল্পটি Red শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

২৬.২। পরিবেশ সংরক্ষন আইন ১৯৯৫ (ECA 1995) (সংশোধিত-২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কি না? উত্তর হ্যাঁ হলে সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে। না হলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবেঃ

"পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার নদীসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা (পর্যায়-১)" শীর্ষক প্রকল্পটি Red শ্রেণীর প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিবেশ সংরক্ষন আইন ১৯৯৫ (ECA 1995) (সংশোধিত-২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। এ লক্ষ্যে ২৬ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে Environmental Impact Assessment (EIA) এর Terms of Referance (TOR) অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং অনুমোদিত Terms of Referance (TOR) অনুযায়ী CEGIS কর্তৃক Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা-২০২৩ এর ধারা ১৬ মোতাবেক EIA প্রতিবেদনের উপর পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় গত ০৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ইং তারিখে জনমত যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনমত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে EIA প্রতিবেদন অনুমোদন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য গত ০৯ মার্চ ২০২৫ ইং তারিখে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরে অনলাইনে (আবেদন নং ৬৬০৯০৬) ও অফলাইনে (ম্যানুয়েল) আবেদন দাখিল করা হয়েছে **(কপি সংযুক্ত,** পরিশিষ্ট-১২**)**। প্রকল্পটি অনুমোদনের পূর্বেই পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহন সম্পন্ন করা হবে ।

২৭.০। বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage):

প্রেক্ষিত পরিকল্পনাঃ
'রূপকল্প ২০৪১' কে নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ একটি উন্নয়ন কৌশলে রূপান্তরের জন্য এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ দলিল মূলত ২০৪১ সালের মধ্যে এক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের পথ-নকশা। চারটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, যেমন- সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এ পরিকল্পনার সুফলভোগী হবে জনগণ এবং এরাই হবে প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি। "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" হলো বিশ্ব ব্যাংকের মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকারের স্থিরলক্ষ্য অভীষ্ট। অন্য অভীষ্টের মধ্যে রয়েছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নিরসন

এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শূন্য দারিদ্র্যে নামিয়ে আনা। এই পরিকল্পনার কৌশলগত অভীষ্ট ও মাইলফলকগুলো হলো- রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং কাঠামোগত রূপান্তর, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষি খাতে মৌলিক পরিবর্তন, ভবিষ্যতের সেবা খাত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে প্রাথমিকভাবে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সেতুবন্ধন রচনা, একটি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা কৌশলের অপরিহার্য অংশ হবে নগরের বিস্তার, যা "আমার গ্রাম, আমার শহর" প্রত্যয় দ্বারা অনুপ্রাণিত, একটি অনুক‚ল পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হবে দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, যা দ্রুত, দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে; জলবায়ু পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ; একটি দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশকে জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ

পানি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

- দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীর তীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা।
- অববাহিকা প্রশস্থ (Basin-wide) পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং আন্তঃসীমান্ত নদী পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল গ্রহণ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সব বিষয়ে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি সে সব বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার আলোকে কৌশলগুলো সাজানো হয়েছে। করোনাকালীন দুর্যোগ মোকাবেলায়, যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার জনবলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মূল্যবোধগত বিষয় প্রভৃতি ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ চাহিদা মেটাবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্ল্যান) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরুপ প্রভাব মোকাবেলার পরিকল্পনা রয়েছে এবং এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হাত ধরে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি ২০৩১ সালের মধ্যে আমরা যাতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে পারি, তার ভিত্তিও জোরদার করতে হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে। এছাড়াও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার বিষয়ে আমাদের যে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে, সেটি অর্জনের ক্ষেত্রেও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাঃ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যে সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।
লক্ষ্য ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্রের অবসান।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে জনমনে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির কারণে নতুন করে দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হবে। এমনকি নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে মৌলিক চাহিদা মেটানো ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। অদক্ষ (নারী ও দরিদ্র জনগণ) লোকজন কর্ম নিয়োগের মাধ্যমে উপকৃত হবে। ফলে দারিদ্র বিমোচন তরান্বিত হবে।
লক্ষ্য ৬ : সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।	প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তাবায়নের ফলে এলাকার ফসলী জমিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নদী ভাংগনের হাত হতে রক্ষা পাবে। টেকসই উন্নয়ের জন্য পানি ও স্যানিটেশন মুল উপাদান। লক্ষ্য ৬ শুধু খাবার পানি,স্যানিটেশন ও স্বাস্থের সংগে সম্পর্কিত নয়, সারা বিশ্বের পানির সম্পদের গুনগত মান ও স্থায়ীত্বের সংগে সম্পর্কিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পে ৩৭.৫৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ৩৮.৩৪ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন কাজ এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০ এর সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামঞ্জস্যঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাটি "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০" এ উল্লেখিত ৬টি হটস্পট এর মধ্যে "নদী অঞ্চল এবং মোহনা" এলাকায় অবস্থিত। "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০" এর অভীষ্ট-২: পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা ও নিরাপদ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; অভীষ্ট-৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা; অভীষ্ট-৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা; অভীষ্ট-৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০" এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সাথে প্রকল্পটি নিম্নোক্তভাবে সম্পৃক্তঃ

বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০ এর লক্ষ্য	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যে সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে
অভীষ্ট-৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মৌলিক চাহিদা মেটানো ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

২৮.১। প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণঃ

প্রকল্পটির উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। নিম্নোক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন উল্লেখ করা হলোঃ

ভিশনঃ ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা।

মিশনঃ পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানির চাহিদা পূরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

জল ও কৃষি নির্ভর অর্থনীতির জন্য প্রকল্পটির যেমন বাস্তবসম্মত প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, তেমনি প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের সঙ্গে সরকারি নীতি ও সামষ্টিক পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ন। জাতীয় পানি নীতি, বাপাউবো আইন (২০০০) এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বৃহৎ পরিসরে সামঞ্জস্যর্পূর্ন ও যৌক্তিক। তাছাড়া বিগত কয়েক বছরে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে অতিরিক্ত বরফ গলন, বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বন্যা, নদী ভাঙ্গান, ঝড়, জলোচ্ছাস, প্লাবন প্রভৃতি বিপর্যয় আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, মাটির লবনাক্ততা হ্রাস পাবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যামুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা সম্ভব হবে। অর্থাৎ প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। নিম্নোক্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভিশন ও মিশন উল্লেখ করা হলোঃ

বাপাউবো'র ভিশনঃ

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবনাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য,বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা। আর্থিক সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং পরিবেশ সচেতনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের মানুষের জ্ঞান ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যাতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা নিজেরাই সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

বাপাউবো'র মিশনঃ

জাতীয় পানি নীতি, মহাপরিকল্পনা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন এবং বাপাউবো আইন অনুসারে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন। মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেঃ বা তদুর্ধ) প্রকল্প সমূহের স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেঃ

ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেণী ও পেশার লোকজনের অংশগ্রহণ ও জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

খ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা;

গ) সকল শ্রেণি ও পেশা বিশেষত দরিদ্র জনগণের জন্য কার্যকর ও দক্ষ সেবা প্রদান;

ঘ) দারিদ্র হ্রাস;

ঙ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান;

চ) প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;

ছ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভিশন ও মিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া, সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলার এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, রানীশৈকল ও পীরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ, জনবসতি, সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা এবং কৃষি জমি নদী ভাঙ্গানের কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বিধায় জন মানুষের বিপুল পরিমান সহায় সম্পদ ও জানমালের নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস, প্লাবন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর হাত হতে প্রকল্প এলাকাটি সুরক্ষিত হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানো এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে। ফলে গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য,বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন হবে তথা প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তর উত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

২৮.২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের অ্যালোকেশন অব বিজনেস এর সাথে প্রকল্পটি সঙ্গাতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস-এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

১) নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২) সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদী ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩) সেচ, বন্যা-পূর্বভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলি;
৪) নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬) সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮) ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলি;
৯) পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলি;
১০) ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলি;
১১) লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২) হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩) যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪) আর্থিক বিষয়াবলিসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫) মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬) মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮) মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯) আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বন্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুষ্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরি সময়ে প্রাধিকারের ভিত্তিতে পানি বন্টণের ক্ষমতা প্রয়োগ;
- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অক্ষুন্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ।
- যে সব এলাকায় প্রতি বছর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারী ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;

○ নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির (১) ''নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ'' এবং ৯২) "সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদী ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান" এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২৯.০। প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণঃ প্রযোজ্য নয়।

৩০.০। প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও পুনর্বাসন (Rehabilitation/ Resettlement) সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা? থাকলে পরিমাণ ও ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণঃ প্রযোজ্য নয়।

৩১.০। ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়ঃ

ক্র নং	দুর্যোগ ও বিপদের বিবরণ	সম্ভাব্য ঝুকি বিশ্লেষন	প্রশমনের উপায়
১	২	৩	৪
১।	**নদী ভাঙ্গণ**	কাজ চলাকালে এ ধরনের দূর্যোগ বা বিপদের কারনে আরও অতিরিক্ত নদী ভাঙ্গন সংঘটিত হতে পারে এবং এর ফলে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।	▪ কাজ এক মৌসুমে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির শর্ত এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তারা দ্রুততম সময়ে কাজ সমাপ্ত করতে বাধ্য হয়। তবে কোনভাবে এই বিপদ এড়ানো না গেলে বিধি-মোতাবেক কন্টিনজেন্সি বা অন্য খাত হতে দ্রুত মেরামত করতে হবে। ▪ সাইট প্রস্তুতির সময় মালামাল নিরাপদভাবে সংরক্ষণের সংস্থান রাখতে হবে। কাজ শুরুর আগেই বিষয়টি মাথায় নিয়ে সঠিক পূর্বপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং মালামাল সংগ্রহের পরিমাণ কাজ বাস্তবায়নের গতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় নিম্নলিখিত ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় রাখা উচিত ঃ

- পূর্তকাজের বিলম্বিত ক্রয়কার্য বাস্তবায়ন।
- অযাচিত ও অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি যেমন কাজ চলাকালীন সময় আগাম বন্যা, নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি।
- অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয় ও ঠিকাদার কর্তৃক তা দাবী করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে অপ্রতুল বরাদ্দ।
- অপর্যাপ্ত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঝুঁকি।
- ভবিষ্যতে পানি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালন ও ব্যবস্থাপনাকে বিপন্ন করতে পারে এমন ঝুঁকি।
-

৩২.০। কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনাঃ

৩২.১। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করনের উপায় (এক্সিট প্লানসহ):

প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর পঞ্চগড় জেলার কাজসমূহ পঞ্চগড় পানি উন্নয়ন বিভাগ এবং ঠাকুরগাঁও জেলার কাজসমূহ ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বিভাগের এর নিকট হস্তান্তরিত হবে। প্রকল্পটির যে কোন ধরনের মেরামত/পূণর্বাসন কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন বাজেট হতে নির্বাহ করা হবে। প্রকল্পের সমাপ্ত উত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের জন্য বাৎসরিক ৬৯১.২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

বাপাউবো'র উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর জোন এর অধীনস্ত ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও দপ্তরের প্রত্যক্ষ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সরাসরি মান নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত কাজের প্রতিটি অঙ্গের কাজ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কোন অঙ্গের রুটিন পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন প্রয়োজন হলে, বাপাউবোর্ডের প ও র কাজের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ব্যয়িত হবে। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পর

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পিসিআর প্রণয়ন করা হবে এবং প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন করে এর সুপারিশের ভিত্তিতে অনুরূপ উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩২.২ অন্যান্যঃ

৩২.২.১। <u>প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC) গঠন ও কার্যপরিধি</u> ঃ

সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়কে সভাপতি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার (পরিকল্পনা উইং)-কে সদস্য-সচিব এর পদে মনোনয়ন করে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পরিশিষ্ট-৫) ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলো কার্যপদ্ধতি, গাইড লাইন, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও নির্দেশপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক কাজ সফলতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তা করা। উক্ত কমিটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, মনিটরিং ও প্রকল্পের সার্বিক তদারকি করবে। উল্লেখ্য যে, কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর এবং জরুরী ভিত্তিতে যে কোন সময় মিটিং-এ বসবেন।

৩২.২.২। <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন ও কার্যপরিধি</u> ঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মহোদয়কে সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে সদস্য-সচিব এর পদে মনোনয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পরিশিষ্ট-৬) ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনীয় সহায়তা/নির্দেশনা দিয়ে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। কমিটি প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যাসমূহ প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান পূর্বক সমাধান করবে। উল্লেখ্য যে, কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর মিটিং এ বসবেন।

৩৩. অন্যান্য (যদি থাকে)ঃ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM ও CEGIS কর্তৃক “Feasibility Study for Sustainable River Management in Panchagarh and Thakurgaon Districts” শীর্ষক শিরোনামে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের আলোকে এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা যাচাই সম্পর্কিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশমালা (পরিশিষ্ট-৯, ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৫৯৫ হতে ৫৯৮) প্রতিপালন করে ডিপিপিখানা প্রস্তুত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমুদয় কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যান্ডেটের মধ্যে পড়ে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্ণ সক্ষমতা রয়েছে।

(সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর)
(সীল ও তারিখসহ)

(এ, কে, এম, তাহমিদুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এঁর স্বাক্ষর
(সীল ও তারিখসহ)

(নাজমুল আহসান)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার